

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে আমাদের যা করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া আকতার

রোলঃ 227020422228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে আমাদের যা করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানিয়া আকতার

রোলঃ 227020422228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে আমাদের যা করণীয়” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানিয়া আকতার, আইডিঃ 227020422228 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে আমাদের যা করণীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

তানিয়া আকতার

আইডিঃ 227020422228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১.ভূমিকা:.....	5
২.হিন্দুত্ববাদ কি ও এর মূল চিন্তাধারাঃ.....	7
৩. উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের উত্থানঃ.....	9
৪. বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী প্রভাব ও আগ্রাসনের ধরনঃ.....	11
৫.সাংস্কৃতিক ও মিডিয়াভিত্তিক আগ্রাসনের বিশ্লেষণঃ.....	14
৬.কুরআনের আলোকে আগ্রাসনের জবাব দেওয়াঃ.....	16
৭. হাদিসের দৃষ্টিতে মুসলমানদের করণীয়ঃ.....	18
৮.ইসলামে উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্বঃ.....	21
৯. আত্মরক্ষা ও প্রতিবাদ: সাহাবীদের উদাহরণঃ.....	25
১০. ইসলামি জাগরণ ও শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাঃ.....	27
১১. মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ও সচেতনতাঃ.....	30
১২. মিডিয়া ও সংস্কৃতিতে ইসলামি বিকল্প গড়ে তোলাঃ.....	32
১৩. সামাজিক,রাজনৈতিক ও আইনী করণীয়ঃ.....	34
১৪. ভবিষ্যতের জন্য বাস্তবমুখী সুপারিশঃ.....	37
১৫. উপসংহারঃ.....	39
১৬. তথ্যসূত্রঃ.....	41

১.ভূমিকা:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম!

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় আগ্রাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ অর্জন করেছে তার স্বকীয়তা ও স্বাধীন পরিচয়। এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় সহাবস্থান, পারস্পরিক সহনশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শে বিশ্বাসী।

তবে বিগত কিছু দশক ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থান ঘটেছে, তা শুধু ভারতের অভ্যন্তরে নয়, বরং প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ওপরও নানা মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছে। এই হিন্দুত্ববাদী প্রবণতা মূলত একটি রাজনৈতিক আদর্শ যা ভারতের ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। যার প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও বিস্তার করেছে।

বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শক্তি এই হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারাকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে রূপ দিয়েছে। এর ফলে সীমান্তবর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এর নেতিবাচক প্রভাব ক্রমেই গভীরতর হচ্ছে। ভারতের কিছু রাজনৈতিক ও গোপন সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন মাধ্যম—যেমন মিডিয়া, অর্থনৈতিক লেনদেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি—ব্যবহার করে বাংলাদেশে তাদের আদর্শের প্রভাব বিস্তার করতে সচেষ্ট। শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিকৃতি, মুসলিম যুব সমাজকে নৈতিক বিচ্যুতি ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের দিকে ধাবিত করা, এবং বিভিন্ন এনজিও ও মিডিয়ার মাধ্যমে হিন্দু ভাবধারার প্রচার এর অন্যতম উপায়।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ইসলামপ্রিয় জনগণ, আলেমসমাজ, চিন্তাশীল নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের জন্য এ হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন প্রতিহত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পরিণত হয়েছে। এই আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় কী হতে পারে—তা অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করা এখন সময়ের দাবি। কেবল প্রতিরোধ নয়, বরং সচেতনতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় কূটনীতির বিভিন্ন মাধ্যমে এই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি সমন্বিত প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের উত্থান ও তা থেকে সৃষ্ট আগ্রাসন বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের প্রতি হিন্দুত্ববাদী শক্তির আগ্রাসনের রূপ বহুবিধ। তা কখনো সরাসরি সীমান্তে গোলাগুলির মাধ্যমে, কখনো অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের

মাধ্যমে, আবার কখনো সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোড়কে তরুণ প্রজন্মের ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনা দুর্বল করে দিয়ে ঘটে থাকে।

বিশেষ করে ভারতীয় বিনোদন জগৎ—যেমন বলিউড ও টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ—বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তার সুযোগে যুবসমাজের মধ্যে ধর্মীয় শৈথিল্য সৃষ্টি করছে, যা এক প্রকার মনস্তাত্ত্বিক উপনিবেশ স্থাপনের উপায় হিসেবে কাজ করছে। একইসঙ্গে কিছু আন্তর্জাতিক NGO, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি ও হিন্দুত্ববান্ধব চিন্তাধারার প্রচার চালানো হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে ধর্মীয় পরিচয়কে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।

তদুপরি, কূটনৈতিক সম্পর্কেও ভারসাম্যহীনতা দেখা যাচ্ছে, যেখানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর ভারতের একতরফা হস্তক্ষেপ হিন্দুত্ববাদী প্রভাবের বিস্তারকে নির্দেশ করে। এসব পরিস্থিতি আমাদের আত্মবিশ্লেষণের আহ্বান জানায়—আমরা কীভাবে আমাদের জাতীয় স্বার্থ, ধর্মীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবো।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, মুসলিম উম্মাহর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো "অন্যায়, জুলুম ও বাতিল আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ" করা এবং হকের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

"...وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ"

অর্থঃ "তোমরা যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, নতুবা তোমাদের আগুন স্পর্শ করবে..."
(সূরা হুদ: ১১/১১৩)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যালিম ও অন্যায়কারীদের প্রতি সামান্য ঝোঁকও ধ্বংসের কারণ হতে পারে। হিন্দুত্ববাদী শক্তির আগ্রাসন শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, বরং এটি একটি মতাদর্শিক যুদ্ধ, যা ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জ করছে। নবী করীম (সা.) বলেছেন:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف
الإيمان."

“তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ দেখে, সে যেন তা নিজের হাতে প্রতিহত করে। যদি না পারে, তবে মুখে বলুক। যদি তাও না পারে, তবে অন্তরে ঘৃণা করুক, আর এটি হলো ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর।”

(সহিহ মুসলিম, হাদীস: ৪৯)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ হচ্ছে বাতিল আদর্শের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন মুসলিম পরিচয়, সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ওপর যে হুমকি তৈরি করেছে, তা প্রতিহত করতে হলে কেবল কথায় নয়—শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় নীতি ও সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

এছাড়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়, উপমহাদেশের মুসলমানরা ব্রিটিশ ও হিন্দু জাত্যভিমानी শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয় রক্ষা করেছে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনের পেছনেও ছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা। আজকের বাংলাদেশও সেই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বহন করেছে। অথচ আজ একই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন আবার নতুন রূপে, ভিন্ন কৌশলে ফিরে এসেছে।

সুতরাং, হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের এই বাস্তবতা সামনে রেখে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করা এখন সময়ের এক অনিবার্য দাবি। আত্মরক্ষা, আত্মপরিচয়ের সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, বিশ্বাসভিত্তিক ও আদর্শ সমাজ গঠনে আমাদের করণীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরি। এই থিসিসে আমরা হিন্দুত্ববাদের প্রকৃতি, বাংলাদেশে এর প্রভাব এবং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে এতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করব।

২. হিন্দুত্ববাদ কি ও এর মূল চিন্তাধারাঃ

হিন্দুত্ববাদ হল এমন একটি মতবাদ, যা হিন্দুধর্মকে শুধু ধর্ম হিসেবে নয় বরং একটি রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। হিন্দুত্ববাদ হলো রাজনৈতিক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী একটি মতবাদ, যা মূল হিন্দুধর্মের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা থেকে অনেকটাই বিচ্যুত। হিন্দুধর্ম ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক চর্চা হলেও, হিন্দুত্ববাদ একটি সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। হিন্দুত্ববাদ অনুসারে, ভারত শুধু হিন্দুদের জন্য; মুসলমান, খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বীরা এখানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, এমনকি ধর্মীয় চর্চাও হুমকির মুখে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

অর্থঃ“তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়।”(সুরা বাকারা,২:২১৭)

হিন্দুত্ববাদীরা মনে করে ভারতীয় সংস্কৃতি মূলত হিন্দু সংস্কৃতি। তাই রাষ্ট্রের ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে—এই লক্ষ্য নিয়ে তারা কাজ করে। এর মাধ্যমে তারা একধরনের একরৈখিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা চায়, যেখানে সংখ্যালঘুদের আলাদা ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পরিচয়কে গুরুত্বহীন করে দেওয়া হয়। হিন্দুত্ববাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের কেন্দ্রে স্থাপন করা। এটি ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মভিত্তিক সমান অধিকারের বিপরীতমুখী, যেখানে হিন্দুধর্মের প্রাধান্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়।

হিন্দুত্ববাদীরা মনে করে হিন্দু সমাজ দীর্ঘদিন ধরে বিভক্ত ও দুর্বল, তাই হিন্দুদের সংগঠিত করে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামাজিক বলয়ে পরিণত করতে হবে। এই লক্ষ্যে কাজ করে বিভিন্ন সংগঠন যেমন: রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS),বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP),বজরং দল,ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)।

RSS প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে। এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনটি হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে লাভ জিহাদ নামে মুসলিম নারীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে ধর্ষণ, হত্যা এবং ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। BJP এর একটি শাখা। এর বিভিন্ন শাখা রয়েছে। এরা হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে সদস্যদের বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করে তুলছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

"তোমরা জুলুমকে ভয় করো, কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হবে।"

– সহীহ মুসলিম

ভারতের জাতীয়তাবাদী সংগঠন গুলো (যেমন: RSS ও BJP) হিন্দুত্ববাদকে ব্যবহার করে মুসলিম ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিভাজন সৃষ্টি করছে।RSS এর আদর্শ গড়ে উঠেছে গোলওয়ালকার, সাভারকর প্রমুখ নেতাদের চিন্তার উপর। তারা মুসলমানদের ভারতের

“বহিরাগত” হিসেবে আখ্যায়িত করে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো মুসলিম ও খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ কার্যক্রমকে ‘হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র’ বলে মনে করে। তাই তারা ‘ঘর ওয়াপসি’ নামক একটি কর্মসূচির মাধ্যমে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। হিন্দুত্ববাদীদের অনেক বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ‘বহিরাগত’ এবং ‘অবিশ্বস্ত’ হিসেবে চিত্রিত করা হয়। তারা মনে করে, এই সম্প্রদায়গুলো ভারতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দেখায় না এবং একটি হিন্দু রাষ্ট্রের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

হিন্দুত্ববাদ একটি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী মতবাদ, যা ভারতের রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও সমাজকে হিন্দু আধিপত্যে পরিচালিত করতে চায়। এটি ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুসংস্কৃতির চেতনার পরিপন্থী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকারের জন্য হুমকিস্বরূপ। হিন্দুত্ববাদ মুসলিমদের আক্ৰিদ্ধা ও পরিচয়কে আঘাত করে, যা শয়তানের ধোঁকা ও বিভ্রান্তির একটি রূপ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ)

অর্থ: "তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।" (সূরা আল-বাকারা, ২:১৬৮)

وَأَعِذُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

অর্থঃ “তাদের (শত্রুদের) মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত রাখো যতটুকু সম্ভব শক্তি ও অশ্ববাহিনী (অস্ত্রশক্তি), যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীত করতে পারো।” (সূরা আনফাল, আয়াত-৬০)

৩. উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের উত্থানঃ

হিন্দুত্ববাদের সাংগঠনিক ভিত্তি হচ্ছে RSS। যা, ১৯২৫ সালে সংগঠিত হয়। বিনায়ক দামোদর সাভারকর যিনি ১৯২৩ সালে "Hindutva: Who is a Hindu?" বইয়ে লিখেছেন, হিন্দুত্ববাদের মূল লক্ষ্য একটি 'হিন্দু রাষ্ট্র' গঠন, যেখানে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার মতে, যারা ভারতবর্ষকে পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি হিসেবে মানে, তারাই হিন্দু। ফলে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা এই সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে।

সেই লক্ষ্যে অঘোষিত ভাবে কাজ করে গিয়েছে RSS, সর্বপরি ১৯৪৭ ভারত বিভাজনের পর, হিন্দুত্ববাদ আরো তীব্র হয়ে উঠে মুসলিমদের বিরুদ্ধে। মূলত ১৯৪৭ থেকেই আমরা ঘোষিত

হিন্দুত্ববাদের জন্ম ধরে নিতে পারি। মুসলমান ও হিন্দুরা কেবল ধর্মে নয়, বরং সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, ইতিহাস ও মূল্যবোধে এতটাই ভিন্ন যে তারা এক জাতি হতে পারে না। তাই মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রয়োজন, যেখানে তারা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবে। ভারত রাষ্ট্রের জন্মই হয় দ্বি জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে।

হিন্দুত্ববাদের সূত্রপাত হয় এ থেকেই। এরপর থেকে শুরু হয় তাদের মুসলিম বিদ্বেষী কাজ। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় অবস্থিত বাবরি মসজিদটি উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা ধ্বংস করা হয়। হিন্দুদের একটি অংশ দাবি করে, বাবরি মসজিদের স্থানে রামচন্দ্রের জন্মস্থান ছিল এবং সেখানে একটি হিন্দু মন্দির ছিল, যা ধ্বংস করে মুঘল সম্রাট বাবরের আদেশে মসজিদ নির্মাণ করা হয় (১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে)।

এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা বহু বছর ধরে মসজিদ ভেঙে রামমন্দির পুনঃনির্মাণের দাবি করে আসছিল। ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP) এবং আরএসএস (RSS) এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে হিন্দু ভোট একত্রিত করার জন্য বড় আন্দোলন শুরু করে।

এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়। ঘটনার সময় সরকার চুপ ছিল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল ছিল।

২০০২ সালে গোধরা ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনায় হিন্দু যাত্রীরা মারা যাওয়ার পর, মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু হয়। প্রায় ২,০০০ মুসলমান নিহত, হাজার হাজার ঘরবাড়ি ও ব্যবসা লুটপাট ও ধ্বংস হয়। এই দাঙ্গায় সরকারের মদদ ও নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসনের ভূমিকা বিশ্বজুড়ে সমালোচিত হয়। এ দাঙ্গায় হলো গুজরাট দাঙ্গা।

৩৭০ ধারা বাতিলের পর (২০১৯), কাশ্মীরিদের সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসন ও অধিকার হরণ করা হয়।

দীর্ঘদিন ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ বন্ধ, গণগ্রেফতার ও সেনা মোতায়েন করা হয়।

মুসলমানদের জমি, চাকরি ও পরিচিতি ধীরে ধীরে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে। কর্ণাটকে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হয়, যা মুসলিম নারীদের ধর্মীয় অধিকার হরণের সামিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গুজরাট দাঙ্গা, কাশ্মীরি মুসলমানদের উপর নানা অত্যাচার এবং সাপ্রদায়িক নানা মুসলিম বিরোধী আইন ও হামলা এর প্রমাণ।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা গুজরাট দাঙ্গা শুধুমাত্র ধর্মীয় বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং এটি মুসলমানদের ধর্ম পালনের অধিকার, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, এবং সমান নাগরিকত্ব-এর উপর সরাসরি আঘাত। এগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদেরও পরিপন্থী।

ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে একের পর এক মুসলিমবিরোধী ঘটনা প্রমাণ করে যে, হিন্দুত্ববাদ একটি রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে কেবল ধর্মীয় নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের রূপ নিয়েছে। এই আগ্রাসনের মূল উদ্দেশ্য হলো—ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানো।

উপরে উল্লেখিত ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর হিন্দুত্ববাদী শক্তির দমন-পীড়ন ধারাবাহিকভাবে চলছে। এটি কেবল রাজনৈতিক বা সামাজিক বৈষম্য নয়, বরং একটি সুপরিকল্পিত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আগ্রাসন। এই আগ্রাসনের মাধ্যমে মুসলমানদের ভয় দেখানো, সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধ্বংস করা, এবং রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক করে রাখা হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি কেবল ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, বরং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম জনসাধারণের জন্য একটি সতর্কবার্তা। হিন্দুত্ববাদী শক্তির এই উত্থান অঞ্চলজুড়ে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা ও মুসলিম বিদ্বেষ উসকে দিচ্ছে। যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আগ্রাসন হয়, তখন তা পুরো উম্মাহর জন্য ভয়ঙ্কর। হিন্দুত্ববাদের এই উত্থান পতনের লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহ যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়, কোন পদক্ষেপ না নেয় তাহলে মুসলিমদের এই অবক্ষয় চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে।

রাসুল (সা.) বলেন,

এক মুসলমানের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ অন্য মুসলমানের জন্য হারাম। (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৭)

৪. বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী প্রভাব ও আগ্রাসনের ধরনঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব হিন্দু দল গোষ্ঠী প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদ নিয়ে কাজ করছে তার মধ্যে সবচেয়ে উগ্র দল বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। এ দলের মহাসচিব গোবিন্দ প্রামাণিক প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করার স্বপ্নের কথা বলে। RSS এর স্বপ্ন অখন্ড ভারতের পক্ষে প্রচারণা চালায়। হিন্দু মহাজোটের অনুষ্ঠানে সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দিরের পুরোহিত

বাংলাদেশকে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রধান ও বিধায়ক দিলিপ ঘোষ ও হিন্দু মহাজোটের অনুষ্ঠানে এসে বলেছে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ বানিয়ে অখণ্ড ভারত তৈরীর কথা। গোবিন্দ প্রামাণিক নিজেই বলেছে সে একজন আর এস এস এর সদস্য। তার বক্তব্য থেকে জানা গেছে আর এস এস বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্দির, হিন্দু সংগঠনের পিছনে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করছে।

গোবিন্দ প্রামাণিক ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন করে। বাংলাদেশে “হিন্দু নির্যাতন” প্রচার করে আন্তর্জাতিক মহলে ইসলাম ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করছে। মুসলিম নেতাদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্য ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। “স্থানীয় হিন্দু পূজা উৎযাপন পরিষদ ও ধর্মীয় সংগঠন” ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে “হিন্দু ঐক্য” গড়ার নামে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে।

কিছু জায়গায় “রামনবমী”, “গৌরীয়া মঠ” প্রভাবশালী হয়ে উঠছে, যেগুলো ভারতের হিন্দুত্ববাদী ভাবধারার প্রচারক। “প্রবাসী হিন্দু সংগঠনসমূহ” বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ইস্যু নিয়ে অতিরঞ্জিত প্রতিবেদন করে আন্তর্জাতিক মহলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চাপ তৈরি করে। আর্থিক অনুদান দিয়ে হিন্দুত্ববাদী আদর্শসম্পন্ন লোকজনকে উৎসাহিত করে।

এইসব দল ও সংগঠন গোপন ও প্রকাশ্যভাবে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বাহক হিসেবে কাজ করছে। এরা আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্তরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করছে। এদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করা যায় যে হিন্দুত্ববাদ শুধু ভারতের সমস্যা নয়, বরং বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ও ধর্মীয় ভারসাম্যের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ হুমকি।

বাংলাদেশে সরাসরি সামরিক আগ্রাসন না থাকলেও সাংস্কৃতিক, সোশ্যাল মিডিয়া, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলোতে এর প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে। ভারতীয় বিভিন্ন টিভি চ্যানেল(যেমন: স্টার জলসা,ঝি বাংলা), সিরিয়াল,গান, উৎসব, হিন্দু সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রচার,প্রসারে মুসলমানদের আক্ৰিদ্ধা ও সংস্কৃতি হুমকির মুখে।ভারতীয় টিভি চ্যানেল, সিনেমা ও অনলাইন কনটেন্টের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী ভাবধারা বাংলাদেশে জনপ্রিয় সংস্কৃতির ভেতর ঢুকে পড়েছে। হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র, রীতিনীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে আধিপত্যবাদীভাবে উপস্থাপন করে মুসলিম তরুণদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

অর্থ: "ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনোই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম অনুসরণ করো।" (সূরা আল-বাকারা, ২:১২০)

আজ মুসলমানদের ও তেমন চাপের মুখে ফেলা হচ্ছে। বর্তমানে ঘটে যাওয়া ভারতে হিন্দুদের মুসলিম বিহীন হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করার আন্দোলন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا^٥

অর্থঃ“আর তারা বলে, ‘তোমরা ইয়াহুদী কিংবা নাসারা হয়ে যাও, হিদায়াত পেয়ে যাবে’।”(সূরা বাকারাহ,২:১৩৫)

ভারতের সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (BSF) প্রায়ই বাংলাদেশিদের হত্যা ও নির্যাতন করে, যা একপ্রকার রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক আগ্রাসনের প্রতীক হিসেবে দেখা যায়। সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে। বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন সরাসরি অস্ত্র বা সেনাবাহিনীর মাধ্যমে না হলেও, এটি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আদর্শিক ও সামাজিক মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত কৌশলী ও গভীর, যা বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতি ও জাতিসত্তার জন্য হুমকি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

অর্থঃ“আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী।”(সূরা ইমরান,৩:৫৪)

আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনার কাছে তাদের পরিকল্পনা কিছুই না। তারাও কৌশল করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও কৌশল করেন। মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দেন। চরম কাফের ও অবাধ্যকেও আল্লাহ তা'আলা জীবিকা দিয়ে থাকেন। নিত্যদিন নাফরমানিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও তারা সূর্যের আলো দ্বারা উপকৃত হতে পারছে,মুক্ত বাতাস থেকে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে,ভূমি তাদের গ্রাস করছে না,খরা দিয়ে তাদের ধ্বংস করা হচ্ছে না,সকল ভোগ-উপভোগ তাদের জন্য অব্যাহত করে রাখা হয়েছে। দুনিয়ায় আল্লাহ

তা'আলার রহমত সকলের জন্য পরিব্যাপ্ত না থাকলে কবেই তাদের ধ্বংস করে ফেলা হতো।
এ অব্যাহত সুযোগ কেবল দুনিয়ার জন্যই নির্দিষ্ট। পরকালীন রহমত পাবে কেবল মুমিনগণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَسَأْكُتِبُهَا لِّلَّذِينَ يَنفُقُونَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

অর্থঃ সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত
প্রদান করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে।(সূরা আরাফ,৭:১৫৬)

৫.সাংস্কৃতিক ও মিডিয়াভিত্তিক আগ্রাসনের বিশ্লেষণঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদীরা সরাসরি অস্ত্র হাতে না এলেও তারা সংস্কৃতি, বিনোদন ও মিডিয়ার
মাধ্যমে মুসলমানদের চিন্তাভাবনায় প্রভাব ফেলছে। ভারতীয় সিরিয়াল, সিনেমা, হিন্দু ধর্মীয়
উৎসবের প্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ঘটছে।
লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, বর্তমানে আমাদের সমাজে বিয়ের নামে যেসব সংস্কৃতি পালন করা
হয় সবকিছুই হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি। খুবই সুস্পষ্টভাবে তারা মুসলিম সমাজে এসব ঢুকিয়ে
দিয়েছে। ভারতীয় বিনোদনের মাধ্যমে যে অশ্লীলতা ও ধর্ম বিরোধী সংস্কৃতি ছড়ানো হচ্ছে তা
এক ধরনের আগ্রাসন।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অর্থঃ “যারা চায় মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক
শাস্তি।” (সূরা নূর, ২৪:১৯)

দেশীয় শিল্প-সংস্কৃতির অস্তিত্ব বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনের মুখে কোণঠাসা। আকাশ
সংস্কৃতির উন্মুক্ত পথে ভিনদেশি ঐতিহ্য, আচার ব্যবহার, পোশাক এবং ধর্মীয় প্রভাব বাংলাদেশী
কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের মনোজগতে যে প্রভাব ফেলছে তাতে দেশপ্রেম ও সাজাত্যবোধ
গড়ে ওঠার পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করছে। ফলে এদেশের শিশু-কিশোররা তার অতীতে
সংগ্রামী বীর পুরুষদের কথা ভুলে জাতীয় বীর হিসেবে ভিনদেশি চরিত্রকে স্নাত স্মরণীয় মনে
করছে। এভাবে এদেশীয় শিশু-কিশোরদের মনে হীনমন্যতা ধীরে ধীরে শিকড় বিস্তার করছে।

ফলে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দখলদারিত্বের পথ নির্মাণে ভারতীয়দের তেমন বেগ পেতে হচ্ছে না। এতে দেশটির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের খাবায় বিপন্ন এদেশের সার্বভৌমত্ব। এখন আমাদের একটি দেশকে পদানত করতে হলে সে দেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে চূরমার করার রেওয়াজ অতি প্রাচীন। সংস্কৃতিতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের লোলুপ খাবা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে।

শিল্প, সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশ বিষয়ক অধিকাংশ প্রকল্প সরকার নিচ্ছে ভারতীয়দের চাপে। বাংলাদেশ হয়ে উঠছে ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার ‘উর্বর ক্ষেত্র’, শিল্পীদের রমরমা বাজার। তারা বাংলাদেশকে ‘বাণিজ্যিক ক্ষেত্র’ হিসেবে বেছে নিচ্ছে। দু’দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি থাকলেও এসব চলছে চুক্তির তোয়াক্কা না করে। এ দেশের বিদ্যমান আইন না মেনে তারা চালাচ্ছে তাদের দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা। এতে সংস্কৃতি ধ্বংসের পাশাপাশি ভারতে চলে যাচ্ছে দেশের কোটি কোটি টাকা।

দেশে এখন সরকারি, বেসরকারি অনেক অনুষ্ঠান শুরু হয় ভারতীয়দের অনুকরণে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে, ঢোল বাদ্য বাজিয়ে। মন্ত্রী, সচিব, সরকারদলীয় সংসদ সদস্য, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, আওয়ামীপন্থী, বাম সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা এটা করছেন। ভারতীয় শিল্পীদের দিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে।

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন.....

"من تشبه بقوم فهو منهم"

অর্থ: “যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।”

সূত্র: আবু দাউদ: ৪০৩১, মুসনাদ আহমদ

এই হাদিসে রাসূল (সা.) অমুসলিমদের অনুকরণকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি তাদের চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি বা ধর্মীয় রীতির অনুসরণ করে, সে আত্মপরিচয় হারানোর ঝুঁকিতে থাকে।

"خالفوا المشركين"

অর্থ: “মুশরিকদের (বিধর্মীদের) বিরোধিতা কর।”

সূত্র: সহীহ বুখারী: ৫৮৯২; সহীহ মুসলিম: ২৫৯

এই হাদিসে ইসলামী স্বাভাব্য বজায় রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অমুসলিমদের অনুকরণ ইসলামী পরিচয়কে হুমকির মুখে ফেলে।

রাসুল (সা.) আরো বলেন,

"...لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ"

অর্থ: “তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে...”

সূত্র: সহীহ বুখারী: ৭৩২০; সহীহ মুসলিম: ২৬৬৯

এই হাদিসে একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে—মুসলমানরা একসময় ইহুদি-নাসারাদের মতো পথ অনুসরণ করবে।

সুতরাং, এ আশ্বাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই হতে হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৬.কুরআনের আলোকে আশ্বাসনের জবাব দেওয়াঃ

ইসলামে আত্মরক্ষা ও শত্রুর মোকাবিলা করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কুরআন মুসলমানদের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে। কুরআনে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। শত্রু নিধনে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশনা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا

অর্থঃ “হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একসাথে বের হও।”(সূরা : আন-নিসা, ৪:৭১)

এ আয়াত মুসলমানদের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়। শুধু ঈমান আনলেই চলবে না। বরং শত্রুদের মোকাবিলায় কৌশলী সচেতন হতে হবে। এ আয়াত ইঙ্গিত দেয়, যুদ্ধের জন্য বের হও যাতে শত্রুদের উপর আকস্মিক আক্রমণ সম্ভব হয়। মুসলিম জাতিকে সর্বদা চেতনা ও সচেতনতায় থাকতে হবে। শত্রুর ষড়যন্ত্র, সাংস্কৃতিক আশ্বাসন কিংবা অস্ত্রের যুদ্ধ সব ক্ষেত্রেই প্রস্তুতি জরুরি। ঐক্যবদ্ধ বা পরিকল্পিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এটি শুধু জিহাদের দিক থেকে নয়, বরং আত্মরক্ষা, সমাজ রক্ষা, ইসলাম রক্ষা—সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

অর্থ: “আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।” (সূরা: বাকারা, ২:১৯০)

এই আয়াতে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। এই আয়াত মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের অনুমতি দিয়েছে। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন আমাদের মাঝে যেভাবে বিস্তার করছে বা চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালানো হচ্ছে তাতে আমাদের জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এই আগ্রাসন মুসলমানদের জীবনে, ইবাদতে বা অস্তিত্বে আঘাত হানে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

অর্থ: “তোমরা তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করো, যতটা পারো।” (সূরা আনফাল, ৮:৬০)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

অর্থঃ আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।’ (সূরা নিসা, ৪:৭৫)

এ আয়াত ইঙ্গিত দেয়, মুসলমানরা নির্যাতিত, নিপীড়িত বা স্বাধীনতা হারালে তাদের পক্ষে রুখে দাঁড়াতে হবে। যেকোন স্থানে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর নিপীড়নের স্বীকার মুসলমানদের জন্য দাঁড়ানো ঈমানী দায়িত্ব।

أِنَّ لِلَّذِينَ يَقُولُونَ بِإِثْمِهِمْ ظُلْمًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

অর্থঃ যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। (সূরা হাজ্জ, ২২:৩৯)

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صُومُعٌ وَبَيْعٌ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

অর্থঃ যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, ‘আমাদের রব আল্লাহ’। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।(সূরা হাজ্জ,২২:৪০)

এই দুই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, নির্যাতিত হলে যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও উপাসনালয় রক্ষার স্বার্থেও প্রতিরোধ বৈধ।

৭. হাদিসের দৃষ্টিতে মুসলমানদের করণীয়ঃ

আগ্রাসনের সময় মুসলমানদের প্রথম দায়িত্ব হলো ঈমান ও ইসলামের প্রতি দৃঢ় থাকা এবং আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করা। রাসূল (সা.) মুসলমানদের হুকুম দিয়েছেন, “যখন উম্মাহ আক্রান্ত হয়, তখন সবাই মিলেই দায়িত্ব পালন করবে।”

হাদীসে এসেছে,

"লোকেরা যখন অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন করে না, তখন আল্লাহ তাদের সবাইকে শাস্তি দেন।"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه"

সুনান আবু দাউদ: হাদীস 4338

সুনান আত-তিরমিযী: হাদীস 2168

"তোমাদের মধ্যে যারা অন্যায় দেখবে, সে যেন তা হাত দিয়ে পরিবর্তন করে; না পারলে জবান দিয়ে; তাও না পারলে অন্তরে ঘৃণা করুক – আর এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।"

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْإِيمَانِ

সহীহ মুসলিম: হাদীস 49

হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা, সতর্ক করা ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া আমাদের ফরজ দায়িত্ব। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন যদি মুসলমানদের ওপর জুলুম বা নিপীড়ন করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ফরজ হয়ে যায়।

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ، بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

“মুমিনরা পরস্পরের সঙ্গে দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতিতে এক দেহের মতো; দেহের এক অঙ্গ কষ্ট পেলে সমগ্র দেহ কষ্ট অনুভব করে।”

সহীহ বুখারী: হাদীস নং 6011

সহীহ মুসলিম: হাদীস নং 2586

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতিগত, গোষ্ঠীগত বিভেদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করা হাদীস অনুযায়ী অপরিহার্য। এই হাদীসের মূল বার্তা হলো মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি এমন হওয়া উচিত যেন একটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মতো, যেখানে একটি অঙ্গ কষ্ট পেলে গোটা দেহ তার প্রতিক্রিয়ায় ব্যথিত হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَأَعْلَمُ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“জেনে রেখো, সাহায্য আসে ধৈর্যের সঙ্গে, মুক্তি আসে কষ্টের সঙ্গে, আর প্রত্যেক কষ্টের সঙ্গে রয়েছে স্বস্তি।” মুসনাদে আহমদঃ ২৬৬৬

হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিপক্ষে আমাদের কৌশলের পাশাপাশি আল্লাহর সাহায্যের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া ও ইবাদতের মাধ্যমেও প্রস্তুত থাকতে হবে। এই হাদীস মুসলিম উম্মাহকে তিনটি মৌলিক শিক্ষা দেয়, বিশেষ করে যখন তারা কোনো আগ্রাসন, বিপদ বা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়:

১. "সাহায্য আসে ধৈর্যের সঙ্গে" (النصر مع الصبر)

ধৈর্য হল বিজয়ের চাবিকাঠি। আল্লাহর সাহায্য তাদের জন্যই, যারা কষ্টের সময়েও ধৈর্য ধারণ করে, হাল না ছেড়ে ইবাদত ও চেষ্টা চালিয়ে যায়।

২. "মুক্তি আসে কষ্টের সঙ্গে" (الفرج مع الكرب)

জীবনে দুঃখ-কষ্ট অস্থায়ী; সংকট যত গভীরই হোক, তার পরেই আল্লাহ মুক্তির পথ খুলে দেন। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মতো বিপদেও মুসলমানদের ভেঙে না পড়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে।

৩. "কষ্টের সঙ্গে রয়েছে স্বস্থি" (مع العسر يسرا)

এই অংশটি কুরআনের আয়াত থেকেও এসেছে (সূরা ইনশিরাহ ৬-৭)। এটি আমাদের আশা দেয় যে প্রতিটি কঠিন সময়ের পরেই আল্লাহ তাওফিক ও সফলতা দান করেন।

এই হাদীসটি আমাদের শেখায় যে ধৈর্য, আল্লাহর উপর ভরসা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রস্তুতির মাধ্যমেই আমরা যেকোনো বিপদ যেমন হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন প্রতিহত করতে পারি।

রাসুল (সা.) আরো বলেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ

"মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন কেউ যদি নিজের দ্বীনের উপর অটল থাকতে চায়, তবে সে যেন আগুনের অঙ্গার হাতে ধারণ করার মতো কষ্ট সহ্য করবে।" জামে তিরমিজি, হাদিস ২২৬০

আগ্রাসন ও নির্যাতনের সময় ঈমান টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন মুসলিম পরিচয়, সংস্কৃতি ও ধর্মকে টার্গেট করে। এমন পরিস্থিতিতে ঈমানের উপর অটল থাকা সেই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নাম। হাদীস আমাদের শিক্ষা দেয়, কঠিন সময়ে দ্বীনের প্রতি দৃঢ়তা বজায় রাখাই হচ্ছে প্রকৃত ঈমানদারির পরিচয়। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে এই হাদীস অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজ মুসলমানদের ধর্ম পালন, দাড়ি রাখা, হিজাব পরা, মসজিদে যাওয়া—এসব কিছুই অনেক জায়গায় অবজ্ঞা, নিষেধ বা নিপীড়নের মুখে পড়ে। তখন এই হাদীস আমাদের ধৈর্য ও অটলতার শিক্ষা দেয়। এই হাদীসটি আমাদের জানিয়ে দেয়, ফিতনার সময় দ্বীনের উপর অটল থাকা সহজ হবে না, কিন্তু তাতেই রয়েছে প্রকৃত

ঈমানের পরীক্ষা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। তাই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মতো পরিস্থিতিতে মুসলমানদের উচিত ধৈর্য, দ্বীনের ওপর স্থিরতা এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

৮.ইসলামে উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্বঃ

ঐক্য ও সংহতি মুসলিম জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ তা'আলা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন। তাওহীদের পরে মুমিনদের সবচেয়ে বেশি যে ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়েছে তা হলো উম্মাহর ঐক্য। উম্মাহর ঐক্য ইসলামের একটি মূলনীতি। উম্মাহর মধ্যে বিভাজন, শত্রু আক্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করে। আজ উম্মাহর মধ্যে ভেদাভেদ, বিভক্ত হওয়ার কারণে, ঐক্যবদ্ধ হতে না পারার কারণে দ্বীন ইসলামে বিজাতীয় সংস্কৃতি ঢুকে যাচ্ছে। মারামারি, হানাহানি, সন্ত্রাসী, লুটপাট বেড়ে যাচ্ছে। সঠিক দাওয়াত দিতে না পারায় মুসলমানরা ভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এসব প্রতিহত করতে আমরা কিছুই করতে পারছি না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

অর্থ: “তোমরা সবাই আল্লাহর রজু (কুরআন ও দ্বীন) দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না।” (সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩)

হিন্দুত্ববাদীরা মুসলমানের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চায়। তাই আমাদের মধ্যে ঐক্য থাকা একান্ত জরুরী।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থঃ আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব। (সূরা ইমরান, ৩:১০৫)

এই আয়াতে বলা হচ্ছে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর ও বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তারমানে এই নয় যে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা পারস্পরিক বিরোধ ও দলাদলির ব্যাপারে জানতো

না, অজ্ঞ ছিল। বরং বলা হয়েছে তারা জানা সত্ত্বেও কেবল দুনিয়ার লোভ ও ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে দলাদলি ও মতবিরোধে ব্যস্ত ছিল। বড় দুঃখের বিষয় এই উম্মাহর বিবেধ সৃষ্টিকারীরাও ঠিক ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের পথ অবলম্বন করছে। তারাও প্রকাশ্য নিদর্শন পাওয়া সত্ত্বেও ভাগাভাগির উপর শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও মেধাকে বিগত জাতিদের মত বিকৃত করার মত কাজে নষ্ট করছে।

ঐক্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

অর্থঃ তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা আর রুম, ৩০:৩১)

مَنْ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

অর্থঃ যারা নিজদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত। (সূরা রুম, ৩০:৩২)

প্রত্যেক দল ধারণা করে যে, তারাই সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত আছে আর অন্যরা ভ্রান্ত পথে আছে। আর যে যুক্তি তারা খাড়া করে রেখেছে এবং যাকে তারা প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করে, তা নিয়ে তারা হর্ষোৎফুল্ল ও সন্তুষ্ট আছে। দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে মুসলিমদের অবস্থাও অনুরূপ হয়ে পড়েছে। তারাও বিভিন্ন মযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেক মযহাব ঐ বাতিল ধারণা অনুযায়ী নিজেকে হকপন্থী মনে করে আনন্দে আছে। অথচ হকপন্থী শুধুমাত্র একটি দলই আছে; যার পরিচয় দিয়ে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "তারা আমার ও আমার সাহাবার তরীকার অনুসারী হবে।" সুতরাং আমাদের এই দলাদলি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যদি আমরা মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি তাহলে এই হিন্দুত্ববাদ, ইয়াহুদীরাই আমাদের ধ্বংস করে দিবে অচিরেই।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থঃ নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। (সূরা হুজরাত, ৪৯:১০)

إِنَّ هَذِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

অর্থঃ নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা (ঐক্যবদ্ধভাবে) আমার ইবাদাত কর। (সূরা আশ্বিয়া, ২১:৯২)

ঐক্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারীমে এত নির্দেশনা থাকার পর ও বর্তমানে মুসলিম সমাজে ঐক্যের অভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম জাতি এক প্রাণ এক দেহ এ চেতনাবোধ দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। ইসলামে মুসলমানদের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের। এ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হিজরতের পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই করে দিয়েছেন। এই ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও রাসুল (সা.) জোর ত্যাগ দিয়েছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عَنْ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِنِّي أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ، أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِنَّ: بِالْجَمَاعَةِ، وَالسَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْهَجْرَةِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ مِنْ جُنَى جَهَنَّمَ

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ: "وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ"

সুনানে তিরমিযি :২৮৬৩

হযরত হারিছ আল-আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“আমি তোমাদের পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলোর আদেশ আমাকে আল্লাহ দিয়েছেন:

১. জামা'আত (ঐক্যবদ্ধতা),
২. আমিরের কথা শ্রবণ করা,
৩. তার আনুগত্য করা,
৪. হিজরত করা,

৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

যে ব্যক্তি জামা'আত (ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ) থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ দূরে সরে যায়, সে ইসলাম থেকে গলায় বাঁধা রজ্জু খুলে ফেলেছে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের আহ্বান জানায়, সে জাহান্নামের কাঠরূপে পরিণত হবে।”

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি নামাজ পড়ে এবং রোযা রাখে?” তিনি বললেন, “যদিও সে নামাজ পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ...تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَلَا تَفَرَّقُوا

সহীহ মুসলিম:১৭১৫

নবী করিম (সা.) বলেন, “আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন:

১. তোমরা তাঁকে ইবাদত করো এবং কোনো কিছুকে তাঁর সাথে অংশীদার করো না,
২. আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো (ঐক্যবদ্ধ হও),
৩. ও পরস্পর বিভক্ত হয়ো না...”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

: وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»
وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

অর্থ : হযরত আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিন মুমিনের জন্য প্রাচীরস্বরূপ, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে তিনি এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখান – বুখারী ও মুসলিম।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিসে মুমিনদের সাহায্য সহযোগিতার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি মুমিনদের সমাজকে প্রাচীরের সঙ্গে তুলনা করে বোঝাচ্ছেন যে, মুমিনগণ তাদের দ্বীন ও দুনিয়া কোন ও ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী থাকতে পারে না। মুসলিম সমায়ে কেউ থাকে শক্তিশালী, কেই দুর্বল। দুর্বলের কর্তব্য শক্তিশালীর সাথে মিশে থাকা। আর শক্তিশালীর কর্তব্য দুর্বলকে পাশে রাখা। এতে করে শক্তিশালীর শক্তি বৃদ্ধি পায় ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তার শক্তিতে দুর্বল ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর এভাবে গোটা সমাজ সুগঠিত ও সুসংহত হয়। তখন কোন ও শত্রুর পক্ষে সে সমাজের ক্ষতিসাধন করা সহজ হয় না। এমনকি শত্রুপক্ষ তাদের কোন দুর্বল ব্যক্তির সঙ্গেও লাগার সাহস রাখে না। কেননা সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার কারণে গোটা সমাজের শক্তি তার সঙ্গে। এই কারণেই হিন্দুত্ববাদের চরম উগ্রতা ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত জরুরী।

৯. আত্মরক্ষা ও প্রতিবাদ: সাহাবীদের উদাহরণঃ

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন একটি বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে মুসলমানদের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা ও প্রতিবাদ একটি ঈমানি দায়িত্ব। ইতিহাসে সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) জীবনী থেকে আমরা আত্মরক্ষা, প্রতিবাদ ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য আপসহীন সংগ্রামের বাস্তব উদাহরণ পাই, যা আজ আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণ কখনো অন্যায়, জুলুম বা দীনবিরোধী আগ্রাসনের সামনে চুপ থাকতেন না। তাঁরা আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি নিতেন, প্রয়োজন হলে হিজরত করতেন, আবার সময়মতো কৌশল ও জ্ঞান দিয়ে মোকাবিলা করতেন।

হাদীসে এসেছে,

"মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

(বুখারী, হাদীস: ১০)

হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের মতোই মক্কার কুরাইশরা মুসলিমদের নিপীড়ন করত। এক পর্যায়ে মক্কার কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার পরিকল্পনা করল। ঠিক তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরতের ডাক এলো। তিনি মদিনায় হিজরত করলেন। হজরত আবু বকর (রা.) ছিলেন তার হিজরতের সঙ্গী। হিজরতের সময়

ছওর গিরিগুহায় অবস্থানকালে তাদের ধৈর্য, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং কৌশলগত পদক্ষেপ ছিল আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সাহাবীগণ দীন রক্ষার্থে, কুফর ও শিরকের মোকাবিলায় সাহসিকতা দেখিয়েছেন। আজকের মুসলমানদেরও হিন্দুত্ববাদী চাপের মুখে ঐ রকম মনোবল ও সচেতনতা জরুরি।

হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। তিনি ইসলাম গ্রহণের পরপরই ইসলামের বড় শত্রু আবু জাহেলের ঘরে যান এবং তার মুখের উপরে বলেন যে, আমি তোমার কাছে এসেছি এ খবর দেওয়ার জন্য যে, আমি আল্লাহ ও তার রাসুল মুহাম্মদের (সা.) এর উপর ঈমান এনেছি এবং তিনি যে শরীয়াত এনেছেন তা সত্য বলে জেনেছি। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি প্রকাশ্যে কাবায় সালাত আদায় করেন। তার প্রতিবাদ ছিল প্রকাশ্য, আত্মবিশ্বাসী এবং জুলিমের বিরুদ্ধে স্পষ্ট। তার সাহসিকতা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। এই আদর্শ লালন করতে পারলে কোন পরাশক্তি আমাদের পরাজিত করার সাহস পাবে না। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে আত্মরক্ষার পাশাপাশি তাদের এই আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে প্রতিবাদ ও জরুরী। যার শিক্ষা আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) জীবনী থেকে পাই।

মুসলিমদের উপর আর্থিক, সামাজিক ও শারীরিকভাবে আঘাত হানার পর মুসলমানরা আল্লাহর নির্দেশে আত্মরক্ষায় বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে সাহাবীগণ সংখ্যায় কম ও অস্ত্রে দুর্বল থাকলে ঈমানে ছিলেন শক্তিশালী। বদরের যুদ্ধ ছিল মূলত আত্মরক্ষামূলক। আবু জাহেলকে বদরে মোকাবিলা না করলে সে সরাসরি মদীনায় হামলা করার দুঃসাহস দেখাত। এতে, বোঝা যায় যে আত্মরক্ষা এবং ইসলামের স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কাফেরদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের অনুমতি নেই। কাফিররা মুসলমানদের ঈমানী শক্তিকে ভয় পায়। এভাবে চিরকাল ঈমানদার সংখ্যালঘু শক্তি বেঈমান সংখ্যাগুরু শক্তির উপরে বিজয়ী হয়ে থাকে। এতে শিক্ষণীয় বিষয়, হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে আমরা যদি আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ না নিই তাহলে তারা আমাদের দৌড় গোড়ায় এসে মাথা চেটে খাবে।

হজরত বিলাল (রা.)। যিনি ছিলেন কুরাইশ নেতা উমাইয়া বিন খালাফের কৃতদাস। ইসলাম কবুল করার অপরাধে উমাইয়া তাকে গলায় দড়ি বেধে গরু ছাগলের মতো ছেলে ছোকরাদের দিয়ে পাহাড়ে প্রান্তরে টেনে হিঁচড়ে ঘুরাতো। তাতে তার গলার চামড়া রক্তাক্ত হয়ে যেতো। উত্তপ্ত কংকর বালুর উপরে হাত পা বেধে ফেলে রেখে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হতো আর বলা হতো “মুহাম্মাদের দীন পরিত্যাগ এবং লাত উযযার পূজা না করা পর্যন্ত তোকে আমৃত্যু এভাবেই পড়ে থাকতে হবে। কিন্তু বিলাল (রা.) শুধুই বলতেন “আহাদ” “আহাদ” (এক, একমাত্র আল্লাহ)। তার এই প্রতিবাদ ছিল নীরব কিন্তু শক্তিশালী। এত নির্যাতনের মাঝে ও নিরব ভাষায় ধৈর্যের সাথে মুখের উপর আহাদ আহাদ বলে প্রতিবাদ করে গিয়েছেন।

খন্দক যুদ্ধ। মদীনাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য কুরাইশদের মিত্র দলসমূহ সম্মিলিত আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ফারেসী (রা.) এর পরামর্শে পরিখা খনন করেন। শত্রুপক্ষকে পরাজিত করার এটি একটি কৌশল ছিল। এর মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যে শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়। এ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো দুর্বল অবস্থায় সর্বোচ্চ যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। ভিতরে-বাইরের প্রচণ্ড বাধার মধ্যেও কেবলমাত্র প্রবল আত্মশক্তি ও আল্লাহর উপর দৃঢ় নির্ভরশীলতা মুসলমানদেরকে যেকোন পরিস্থিতিতে বিজয়ী করে। এ যুদ্ধে পরিষ্কার খনন ছিল আত্মরক্ষার একটি কৌশল। মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করেও প্রতিবাদ করা যায় যার প্রমাণ খন্দক যুদ্ধ।

সাহাবীদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়, তারা কেবল আত্মরক্ষামূলক ও কৌশলভিত্তিক প্রতিবাদ করেননি, বরং তা ঈমান, সাহসিকতা ও একতাবদ্ধতার সাথে করেছিলেন। আজ হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মোকাবেলায় আমাদেরও সেই চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে.. ঈমানদার, ঐক্যবদ্ধ, কৌশলী ও সংগ্রামী মুসলিম হিসেবে আত্মরক্ষায় এবং প্রতিবাদে অটল থাকতে হবে।

১০. ইসলামি জাগরণ ও শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তাঃ

যদি মুসলমানরা ইসলামি জ্ঞান থেকে দূরে থাকে তাহলে তারা সহজেই শত্রুর ফাঁদে পড়ে যায়। দ্বীনি ইলম অন্বেষণ না করার কারণে মুসলমানদের এ অধঃপতন। দ্বীন থেকে ছিটকে পড়া, মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে না পারা, মুসলিম থেকে ভিন্ন ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া, নাস্তিকে রূপান্তরিত হওয়া সবই দ্বীনি ইলম অন্বেষণ না করার কারণ। বিভিন্ন ফিতনা থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য হলেও ইসলামী জাগরণ ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও আক্বিদার সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামি শিক্ষা মানুষকে চিন্তাশীল করে তোলে। ভ্রান্ত চিন্তা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থ: “বলো, যারা জানে ও যারা জানে না—তারা কি সমান?” (সূরা যুমার, ৩৯:৯)

সাহাবা গণ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত যুগে যুগে জ্ঞানপিপাসুগণ বিস্ময়কর ইসলামী সফর করেছেন ইলমের সন্ধানে।

হযরত জাবির রাযি, “কিসাস” সম্পর্কিত একটি হাদিস জানার জন্য মদিনা থেকে মিশর সফর করেছিলেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উনাইস রাযি, র নিকট থেকে কিয়ামিতের বিভিন্ন বিভিষিকা সম্পর্কিত একটি হাদিস জানার জন্য মদিনা থেকে এক মাসের সফর করে শামে গিয়েছিলেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) হযরত উকবা ইবনে আমীর (রা.) এর কাছে সুদূর মিশরে সফর করেছিলেন মানুষের দোষ গোপন করা সম্পর্কিত একটি হাদিস জানার জন্য।

মাত্র একটি হাদিসের তাহকীক করার জন্য ঈমাম শু'বা বসরা থেকে মক্কায়, সেখান থেকে মদিনায় আবার সেখান থেকে বসরায় একটানা সফর করেছেন।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) বলেন, আমি একটামাত্র হাদিস শেখার জন্য দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত একটানা সফর করেছি।

আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম (র.) মিশর থেকে মদিনা এসে একাধারে ১৭ বছর ইমাম মালিক র. এর কাছে ইলম শিক্ষায় রত ছিলেন।

ইলমে দ্বীন চর্চার ইতিহাসে এরকম শত শত ঘটনা আছে। সাহাবায়ে কেলাম ও তাবেঈগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী শত শত বছর আমাদের উলামায়ে কেলাম হাদিস, ফিকহ প্রভৃতি শাস্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে এরকম বহু পরিভ্রমণ করেছেন। সেসব সফরে তারা সহ্য করেছেন অবর্ণনীয় কষ্ট। তারা মসজিদকে বানিয়ে নিয়েছেন থাকার জায়গা। তাদের বিছানা ছিল মসজিদের ছাটাই।

অতএব,এ থেকে বোঝা যায়,ইসলামের খেদমতের জন্য দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব কতটুকু। দ্বীনি খেদমতের জন্য জাগতিক শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

"আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে।"
(সূরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত ১১)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইলম অর্জনকারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দ্বীনের খেদমতে ইলম গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইলম অর্জন ছাড়া দাওয়ার কাজ করা যায় না। আমল করা যায় না। দ্বীনি ইলম অর্জন করা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজগুলোর একটি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

‘যে ব্যক্তি ইলমের পথ ধরে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।’
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৯৯)

তিনি আরো বলেন,

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ইলম দান করেন।"
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৭১)

দ্বীনের খেদমতের জন্য সঠিকভাবে ইলম অর্জন অপরিহার্য, কারণ ইলম ছাড়া দ্বীন বোঝা ও প্রচার করা যায় না। ইলম দ্বীনের রক্ষাকবচ এবং বাতিল মতাদর্শের মোকাবেলায় প্রধান অস্ত্র। কুরআন ও হাদীস ইলমের মর্যাদা ও গুরুত্বকে সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থঃ আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে। (সূরা তাওবাহ, ৯:১২২)

এই আয়াতে ইলমের গুরুত্ব ফুটে ওঠেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলছেন, বিশ্বাসীদের জন্য সংগত নয় যে তারা সবাই জিহাদের জন্য বেরিয়ে যাবে। কিছু লোক যেন থেকে যায় দ্বীনের গভীর জ্ঞান অন্বেষণের জন্য যাতে নিজ সম্প্রদায় ফিরে আসলে যেন তারা সতর্ক করতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে পরিলক্ষিত হয়, হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন যেভাবে রক্তে রক্তে প্রবেশ করছে, তাতে আমাদের যথোপযুক্ত ইলম না থাকলে দ্বীন থেকে আমরা অনায়াসে ছিটকে পড়বো। নিজের সতর্কতা অবলম্বন এবং মানুষকে সচেতন, মুসলিম উম্মাহকে সচেতন করার লক্ষ্যে ইসলামি শিক্ষা অর্জন, প্রচার এবং প্রসার অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

১১. মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ও সচেতনতাঃ

আজকের মুসলমানদের বড় দুর্বলতা হলো বিভাজন। দলাদলি, মতভেদ, হিংসা—এসব একে অন্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে শত্রুরা ফায়দা লুটছে। একেক দলের প্রতি আরেকদলের হিংসা-বিদ্বেষ এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে একে অপরকে পথহারা বলতে দ্বিধাবোধ করে না। নিজেদেরই সঠিক মনে করি। এতে করে সুবিধা নিচ্ছে বিধর্মীরা। আমাদের এই বিভেদ নিয়ে থাকতে গিয়ে আমরা দাওয়াহ নিয়ে কাজ করছি না। দ্বীন সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করছি না। ফলস্বরূপ হিন্দুত্ববাদরা, তাদের দিকে বিভিন্ন মাধ্যমে আকৃষ্ট করে মানুষকে পথহারা করছে। আমাদের সবার মধ্যে দ্বীনি ঐক্য গড়া, একে অন্যকে সহযোগিতা করা জরুরী। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সফল হতে হলে আমাদের এই ঐক্য ও সহযোগিতা জরুরি।

হাদীসে এসেছে,

“মুমিনগণ পরস্পরে দেহের অঙ্গসমূহের মতো—যদি এক অঙ্গ কষ্ট পায়, সারা শরীর অসুস্থ হয়।”

(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬০১১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْسُكُمُ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

অর্থঃ এবং পরস্পরে কলহ করবে না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের হাওয়া (প্রভাব) বিলুপ্ত হবে। (সূরা আনফাল, ৮:৪৬)

এর দ্বারা বোঝায়, সকল মুসলিম সর্বদা একতাবদ্ধ থাকবে। আত্মকলহেও লিপ্ত হবে না এবং কেউ বিচ্ছিন্ন হয়েও থাকবে না। বরং প্রত্যেকে অন্যের শক্তি যোগাবে ও নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করবে।

ইমাম রাগিব রহ. বলেন, পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্য কোনও ব্যক্তির যা কিছু প্রয়োজন তার সবটা তার নিজের একার পক্ষে যোগানো সম্ভব নয়। সেজন্য অন্যদের সহযোগিতা তার লাগবেই। এক লোকমা খাবার সংগ্রহ করতে প্রথমে জমি চাষাবাদ করতে হয়, সেখানে ফসল বুনতে হয়, তারপর ফসল কাটা, তা মাড়াই করা, তা পেষাই করা, তারপর রুটি তৈরি করা, এর জন্য যেসকল আসবাব-উপকরণ ও সরঞ্জামাদি দরকার তা তৈরি করা ইত্যাদি যত কাজের প্রয়োজন তা হিসাব করে শেষ করাও তো কঠিন। একার পক্ষে যোগান দেওয়া কারো জন্য সম্ভব নয়। এর দ্বারা বোঝা যায়, যেখানে দৈনন্দিন কাজে মানুষ একা চলতে পারে না, সেখানে

দ্বীনের কাজে মুসলিমদের একা পথ চলা কিভাবে সম্ভব? মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরী।

মদিনায় হিজরতের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণের মধ্যে অপূর্ব এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন যার তুলনা মানব জাতির ইতিহাসে কোথাও মিলে না। মুসলিমদের এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে ‘মুহাজির ও আনসারগণের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন’ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এ ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ছিল সমবেদনা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। তাদের এই বন্ধন জারি ছিল একসাথে পথ চলার। ইসলামকে জয়ী করতে তারা ছুটে চলেছিল, শহীদ হয়েছিল একের পর এক যুদ্ধে। আল্লাহর প্রতি তাদের তাকওয়া ছিল মজবুত ও শক্তিশালী। আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের ভূমিকা তুলনাহীন। সাহাবাগণদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমাদের দ্বীনিকে আকড়ে ধরতে হবে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

...وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

অর্থঃ “তোমরা কেন আল্লাহর পথে এবং দুর্বল, নির্যাতিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করো না?” (সূরা নিসা, ৪:৭৫)

যখন কোন জাতি মুসলমানদের অধিকার হরণ করে তখন নিরবতা নয়, বরং সংগ্রামই নির্দেশিত হয়েছে। এ আহবান মুসলমানদের অত্যাচার, নিপীড়নের আহবান। নিশ্চয় আমাদের বড় এবং প্রকাশ্য শত্রু শয়তান। এর ফাঁদ হতে আমাদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

“নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তোমরা তাকেই শত্রু মনে করো।”

সূরা ফাতির, ৩৫:৬

মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও ঐক্যবদ্ধ হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً"

“এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য ইমারতের ন্যায় তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে।”
— সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪৮১

হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মুখে এ ঐক্যই মুসলিম সমাজকে রক্ষা করতে পারে। মতবেদ থাকা সত্ত্বে ও সকল মুসলিম দল ও মাজহাবের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখে, বিভাজনমূলক কথাবার্তা বা ফতোয়া প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে। কুরআন ও হাদিসভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও প্রচারের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে সচেতন করতে হবে। হিন্দুত্ববাদী ষড়যন্ত্র ও ইসলামবিদ্বেষী কর্মকাণ্ডের তথ্যবহুল প্রতিবাদ গঠনমূলকভাবে মিডিয়ায় তুলে ধরতে হবে।

১২. মিডিয়া ও সংস্কৃতিতে ইসলামি বিকল্প গড়ে তোলাঃ

যারা আমাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চায়, তাদের প্রতিরোধ করার একমাত্র পথ হলো ইসলামি সংস্কৃতি ও মিডিয়ার শক্তিশালী বিকল্প তৈরি করা। ইসলামি সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সেই সকল জীবনাচার, মূল্যবোধ, চিন্তা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান, যা কুরআন, হাদীস ও রাসূল (সা.)-এর আদর্শ এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণীয় জীবনের ভিত্তিতে গঠিত। এটি কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শকে প্রতিফলিত করে। ইসলামি সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাওয়া।

মিডিয়া ও সংস্কৃতিতে ইসলামি বিকল্প গড়ে তুলতে আমাদের কুরআন-হাদিসভিত্তিক গল্প, ইতিহাস, জীবনী ও নৈতিক শিক্ষায় ভরপুর নাটক, সিনেমা তৈরি করতে হবে। ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েবসাইট যেখানে নিয়মিত ইসলামি কন্টেন্ট প্রচারিত হবে। ইসলামি সংবাদ মাধ্যম, অনলাইন পোর্টাল ও ম্যাগাজিন চালু করতে হবে। হালাল বিনোদন, ইসলামি সাহিত্য, গান, নাটক, অনলাইন শিক্ষা, বাচ্চাদের ইসলামি কার্টুন—এসব তৈরি করা দরকার। বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই দ্বীনি তারবিয়াতের জন্য আনন্দের সাথে তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো ইসলামি কার্টুন। কার্টুনের মাধ্যমে নবী রাসুলদের (সা.) বিভিন্ন কাহিনী তুলে ধরে, দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে হবে। বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামিক ভিডিও তৈরী করে প্রচার করতে হবে। বিভিন্ন ইসলামিক সাহিত্য, বই পুস্তক মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

ইসলামি সংগীত, নাটক ও শিল্পচর্চায় মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে। ইসলামি সৌন্দর্য ফুটে ওঠে এমন চিত্রকলা, ফটোগ্রাফি, ও ডিজাইনকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী ও দক্ষ সাংবাদিক, লেখক, নির্মাতা, অভিনেতা ও ডিজাইনার তৈরি করতে ইসলামি মিডিয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে পারদর্শী আলেম-উলামা তৈরি করতে হবে, যারা মিডিয়ার ভাষায় ইসলামের বার্তা পৌঁছাতে পারবেন। অশ্লীলতা, সহিংসতা ও ধর্মহীন কনটেন্টের বিরুদ্ধে যুক্তিনির্ভর সমালোচনা করা এবং একইসাথে মানুষের সামনে আকর্ষণীয় ইসলামি বিকল্প হাজির করা, নেতিবাচকতা নয়, ইতিবাচক নির্মাণকে গুরুত্ব দেওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾

অর্থ: “তুমি কুরআনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে বড় জিহাদ করো।” (সূরা ফুরকান, ২৫:৫২)

আজ মিডিয়াতে কুরআনের শিক্ষার ভিত্তিতে বিকল্প তৈরি করাও এক প্রকার জিহাদ।

চরম বৈরী পরিবেশে ইসলামের অঙ্কুরিত হওয়ার পরেও তৎকালীন মক্কায় ইসলামি মিডিয়া ছিল অনুপম ও যথেষ্ট চৌকস। তখন সাহাবা(রাঃ)দের সংখ্যা ছিলো বড়জোর ১৫-২০ জন। ইসলাম বিরোধী শক্তি বলতে আমার ইবনে হিশাম ওরফে আবুল হিকাম কেই বুঝাতো। একদিন কোন কারণে তার নাম ওঠতেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে ওঠলেন, সে তো আবু জাহেল, আবুল হিকাম (প্রজ্ঞার পিতা) নয়। তখন থেকেই তার সমর্থক সহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তার নাম আবু জাহেল অর্থাৎ অজ্ঞতার পিতা। সেই থেকে আবুল হিকাম কে কেউ চিনে না। আমার বিন হিশাম নামটির ও বিলুপ্তি ঘটে। এটাই মক্কার ইসলামি মিডিয়ার অতুলনীয় প্রভাব।

অন্যদিকে কাফেররা, বিশেষ করে কুরাইশ নেতা ও মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে কষ্টদায়ক নাম ও উপাধি দেওয়া যায় সেই পরিকল্পনা করতে এবং ইসলাম প্রচার ঠেকাতে দারুন নাদওয়াহ (دار الندوة) নামক স্থানে বৈঠক করত। এখান থেকেই তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উন্মাদ, যাদুকর, মিথ্যাবাদী, পাগল, গণক উপাধি দেওয়ার জন্য গবেষণা করত এবং কিভাবে ছড়িয়ে দেয়া যায় সেই অপচেষ্টা চালাতো। কিন্তু তাদের সেই আশা ইসলাম মিডিয়ার প্রধান সংবিধান আল কুরআন পদে পদে ধুলিস্যাৎ করে দিলো।

প্রশ্ন হচ্ছে, একেবারে তূনমূল পর্যায়ে এই মিডিয়া এতো প্রাণশক্তি কোথায় পেয়েছিলো? কিভাবে রচনা করেছিলো সর্বজনবিদিত ইতিহাস?

গভীরভাবে ইতিহাস লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, মদীনার সেই বিস্ময় রাষ্ট্রই আসলে বিশ্ব মিডিয়ার প্রধান সূতিকাগার, প্রথম প্রতিষ্ঠান। যে মিডিয়ার দর্পণে মানবতা দেখেছিলো ন্যায়ের প্রতিবিশ্ব, যার আলোকবর্তিকায় ভিড়েছিলো হাজারো সত্যের নাবিক। হকের প্রসার ও বাতিলের সংহার করাটাই ছিলো যে মিডিয়ার অদ্বৈত লক্ষ্য।

কিন্তু আজ আমরা যারা ইসলামী প্ল্যাটফর্মে নানাবিধ কাজে কর্মরত, তারা মিডিয়াকে ব্যবহার করে হকের প্রচারে যতটা না চুপচাপ, বাতিলের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তারচেয়ে বেশি নিশ্চুপ।

বর্তমানে ইতিহাসের সেই ইসলামি মিডিয়ার নতুন করে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল বলেছিলেন "ফকীহ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি মানুষ কে সমাধানের পাশাপাশি প্রচলিত হারামের বিপরীতে সুন্দর একটি হালাল বিকল্প উপস্থাপন করেন"। তাঁর আরো একটি অমূল্য বাণী হচ্ছে-"এই উম্মতের শেষাংশকে সংশোধন করা সম্ভব, প্রথমাংশকে যা দিয়ে সংশোধন করা হয়েছিলো একমাত্র তা দিয়েই"। রাসুলের (সা.) আদর্শ, আদেশ, সুন্নাহ উম্মাহ ভুলে গিয়েছে বলেই আজ উম্মাহর মধ্যে এত বিভাজন। যার সুযোগ লুটে নিচ্ছে, হিন্দুত্ববাদ, ইয়াহুদী, খ্রিস্টানরা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সেই সুন্নাহ, উত্তম আদর্শকে আমাদের আঁকড়ে ধরতে হবে।

১৩. সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনী করণীয়ঃ

সামাজিকভাবে ---

পরিবার থেকে শুরু করে সমাজজুড়ে ইসলামি চেতনা জাগাতে হবে। আমরা পরিবারের সকলকে নিয়ে দ্বীনি ইলম চর্চা করতে পারি। নিয়মিত তালিমের মাধ্যমে সবাইকে দ্বীন মেনে চলতে, দ্বীনের জন্য কাজ করতে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করতে পারি। প্রথমত পরিবার আন্তে আন্তে সমাজ এভাবে সকলকে নিয়ে আমরা দ্বীন আলোচনায় বসতে পারি। কীভাবে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন হতে নিজেদেরকে হেফাজত করতে হবে, এসব কার্যকলাপ হতে নিজেদের দূরে রাখতে হবে তা নিয়ে আলোচনা এবং পদক্ষেপ নিতে হবে। শিশুদের হিন্দু সংস্কৃতি হতে বাচাতে হবে। কিভাবে হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে তা মানুষকে জানাতে হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদেরও এর বিরুদ্ধে সঠিক ইলম চর্চা করতে হবে। রাসুল (সা.) আরবে যেভাবে সামাজিক পরিবর্তন এনেছেন তা মানুষের মধ্যে

জাগিয়ে তুলতে পারলে আবার সেই পরিবর্তন আমাদেরকে রাঙিয়ে দিবে। তাওহীদ ও সুন্নাহর সনিষ্ট অনুসারী হতে পারলে মুসলমান আবার তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

অর্থ: “আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক।” (সূরা ইমরান, ৩:১৩৯)

রাজনৈতিকভাবে ----

ইসলামী ভাবধারায় দেশ পরিচালনায় সচেতনতা বাড়াতে হবে। দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব বেঁচে নিতে হবে, যারা মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করবে। ইসলাম বিদেষী কোন ব্যক্তিকে যদি আমরা নেতৃত্বের জন্য বেচে নেই, তাহলে দ্বীনের অস্তিত্ব বলতে কিছু থাকবে না। সুতরাং দেশ পরিচালনায় আমাদের এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে যিনি দেশের, দেশের মানুষের, মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করবে। আমাদের জন্য দরকার খেলাফত। খেলাফত ছাড়া দ্বীন কায়েম করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, দ্বীন সম্পর্কে জানা আর না জানা মানুষের মধ্যে রয়েছে তফাত। এমন নেতৃত্ব দরকার যার দ্বীনের প্রতি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি গভীর ভালোবাসা রয়েছে। যিনি ন্যায়কে ন্যায় এবং অন্যায়কে অন্যায় বলবেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। কুরআনের আলোকে অন্যায়ের শাস্তি প্রদান করবেন। যিনি সংবিধান রচনা করবেন কুরআন এবং হাদিসের আলোকে। তাহলেই আশা করা যায় রাজনীতিতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা জারি হবে এবং মানুষ অপকর্ম করার সাহস পাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

অর্থ: “আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন আমানত (শাসন, দায়িত্ব) তার উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিতে।” (সূরা আন নিসা, ৪:৫৮)

আইনীভাবে----

ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কূটনৈতিকভাবে প্রতিবাদ করতে হবে। মিডিয়া ও সংস্কৃতিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। যদি হিন্দুত্ববাদী প্রচার ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ায় বা ইসলামের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে, তাহলে এই ধারাগুলোতে মামলা করা যায়।

ধারা ২৯৫: ধর্মীয় স্থানে বা ধর্মীয় প্রতীকে আঘাত করা দণ্ডনীয়।

ধারা ২৯৫: ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে কিছু বলা বা করা দণ্ডনীয়।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ, নাগরিক সচেতনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমেই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও টেকসই প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশের আইন ও সংবিধান এই প্রতিরোধে যথেষ্ট ক্ষমতাবান। আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমেও আমরা এর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। যেমন:

জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী অভিযোগ: যদি প্রতিবেশী কোনো রাষ্ট্র হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনে লিপ্ত হয় (যেমন সীমান্তে হামলা, ধর্মীয় উস্কানি বা মানবাধিকার লঙ্ঘন), তাহলে বাংলাদেশ জাতিসংঘে অভিযোগ করতে পারে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আদালতে মামলা: ধর্মীয় নিপীড়ন, মুসলিম নির্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করা যেতে পারে, বিশেষত যখন তা প্রমাণিত হয় যে ভারতের রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় এসব ঘটছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

অর্থঃ আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।(সূরা বাকারা, ২:১৯০)

এই আয়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বা প্রতিরোধের, কিন্তু সীমালঙ্ঘনের নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। অর্থাৎ, আগ্রাসনের জবাব হতে হবে ন্যায়সঙ্গত ও শালীনভাবে।

১৪. ভবিষ্যতের জন্য বাস্তবমুখী সুপারিশঃ

হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের জন্য কিছু বাস্তবমুখী ও কৌশলভিত্তিক করণীয় রয়েছে, যা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক স্বাভাব্য এবং ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য। হিন্দুত্ববাদ একটি সম্প্রসারণবাদী ও সাম্প্রদায়িক আদর্শ, যা কেবল ভারতের অভ্যন্তরে নয়, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। এই আগ্রাসনের মুখে বাংলাদেশকে হতে হবে সচেতন, সংগঠিত এবং কৌশলগতভাবে প্রস্তুত। ভবিষ্যতের জন্য বাস্তবমুখী কিছু পদক্ষেপ নেয়া যায়। যেমন--

ক. ইসলামি শিক্ষা ও জাগরণ আন্দোলন জোরদার করা

খ. ঘরে ঘরে কুরআন ও হাদীস চর্চার পরিবেশ তৈরি

গ. ইসলামি মিডিয়া (অনলাইন চ্যানেল, ম্যাগাজিন, নাটক, শিশুতোষ অনুষ্ঠান) গড়ে তোলা

ঘ. ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ

ঙ. মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির বন্ধন দৃঢ় করা

চ. সকল মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

ছ. দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া।

জ. ঈমানকে শক্তিশালী ও মজবুত করা।

ঝ. জনগণের মধ্যে কুরআন, হাদিস ও ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া।

ঞ. ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা।

ত. ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

থ. বিশ্বব্যাপী ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য কুটনৈতিক প্রচেষ্টা।

দ. সেমিনার, ওয়াজ- মাহফিল ও সামাজিক মাধ্যমে ইসলামি জীবনধারার গুরুত্ব তুলে ধরা।

ধ. ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী একটি ন্যায়, শান্তি ও সমৃদ্ধিময় সমাজ গঠন।

ভারতের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বৈদেশিক নীতিতে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। অর্থনীতি, পানিবন্টন, যোগাযোগ, ট্রানজিট—এ সকল ক্ষেত্রে স্বার্থ রক্ষার কৌশল গ্রহণ না করলে হিন্দুত্ববাদী শক্তির চাপে নীতিনির্ধারণ দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই বিকল্প আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও আঞ্চলিক সহযোগিতায় নতুন জোট তৈরি করা একটি সময়োপযোগী কৌশল।

হাদীসে এসেছে,

“তোমরা সবাই দায়িত্বশীল, এবং তোমরা সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”
(সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩)

হিন্দুত্ববাদকে মোকাবিলা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ভূখণ্ডে শুধু আইন প্রণয়ন নয়, বরং জনগণের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করা জরুরী। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যেখানে ধৈর্য, জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং আল্লাহর উপর ভরসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধ শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, এটি ঈমানের অংশ। আমাদের আত্মপরিচয়, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, এবং সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করাই হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় জবাব হতে পারে।

মুসলমানদের ঐক্য ও মোকাবিলার প্রস্তুতির নির্দেশে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَغْلُمُونَ

আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না। (সূরা আনফাল, ৮:৬০)

১৫. উপসংহারঃ

বর্তমান সময়ে হিন্দুত্ববাদ একটি ভয়ংকর আত্মসনমূলক রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব ও পরিচয়ের প্রতি সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি কেবল মতাদর্শগত এক মত নয়, বরং একটি সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভিযান, যা ইসলাম ও মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করতে চায়। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ায়—ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা এমনকি বাংলাদেশেও এর ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন সংকট মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণে সর্বাত্মক যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো ঈমান ও তাকওয়ার দৃঢ়তা।

আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধরো, পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দাও, সীমান্তে প্রহরায় দাঁড়াও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হও।"

(সূরা আলে ইমরান, ৩:২০০)

এ আয়াতে চারটি নির্দেশনা একত্রে দিয়ে সফলতার পথ দেখানো হয়েছে, যা হিন্দুত্ববাদী আত্মসনের বিপরীতে প্রতিরোধ গড়ার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক: (১) নিজে ধৈর্যধারণ, (২) অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা, (৩) অবস্থান সংহত রাখা, এবং (৪) আল্লাহভীতি অর্জন।

হাদীসেও এসেছে,

«الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»

অর্থঃ "এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য যেন একটি প্রাসাদ—যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্ত করে ধরে রাখে।" (সহীহ বুখারী: ৪৮১, সহীহ মুসলিম: ২৫৮৫)

হিন্দুত্ববাদ ঠেকিয়ে আমাদের দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা, সামাজিক সম্মতি এবং ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গিকার প্রয়োজন। এটি কেবল আইন প্রণয়নের বিষয় নয়, বরং সমাজের সকল স্তরে ইসলামি নীতির প্রয়োগ ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আত্মসন আমাদের জন্য একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে আমাদের দ্বীন নিয়ে কাজ করতে হবে। সময় দিতে হবে। দ্বীন প্রচারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু ইসলামি ঐক্য, শিক্ষা, সচেতনতা ও দাওয়াতের মাধ্যমে এই আত্মসন মোকাবিলা করা সম্ভব। যেসব স্থানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব অঞ্চলে রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থায়

শরীয়াহ নীতি প্রয়োগ করা যায়।কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের পথ দেখায় কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ইসলামের সৌন্দর্য ও আত্মপরিচয় বজায় রাখতে হয়।

অতএব, আমাদের করণীয় হলো:

১)কুরআন-হাদীসের আলোকে ঈমান ও আমল মজবুত করা,

২)মুসলিম সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা,

৩)ইসলামি শিক্ষা ও দাওয়াহ প্রচারে সক্রিয় হওয়া,

৪)সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের জবাব দিতে মুসলিম মিডিয়া ও চিন্তাশীল নেতৃত্ব গড়ে তোলা,

৫)এবং সর্বোপরি আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখে সুদৃঢ় সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

অর্থঃ"আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সাহায্য করবেন তাকে, যে আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহাশক্তিমান।"(সূরা হজ্জ, ২২:৪০)

অতএব, হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু একটি রাজনৈতিক প্রয়াস নয়, বরং এটি এক ঈমানি দায়িত্ব, যা কেবল বাহ্যিক প্রস্তুতিই নয়, বরং আত্মিক প্রস্তুতিসহ একটি পূর্ণ ইসলামি জাগরণ দাবি করে। এই জাগরণই হতে পারে উম্মাহর বিজয়ের চাবিকাঠি।

১৬. তথ্যসূত্রঃ

- ১)কুরআন মাজিদ (বাংলা অনুবাদ: বায়ান ফাউন্ডেশন)
- ২)সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম (অনুবাদ: মাকতাবা তু ইসলামিয়া) জামে তিরমিযি, ইবনু মাজাহ
- ৩)ইসলামিক স্কলারদের বক্তব্য (ড. জাকির নায়েক, মুফতি মেনক, আব্বাস সাঈদী ইত্যাদি)
- ৪)বাংলাদেশ ও ভারতের সমসাময়িক মিডিয়া রিপোর্ট
- ৫) রিয়াদুস স্বলেহীন
- ৬) সীরাতুর রাসুল (সা.), আর রাহিকুল মাখতুম
- ৭) গুগল, ইউটিউব